“এইবার বোধোদয় হইবে বলিয়া আশা করি”

সম্মানিত ডঃ জাফর আমার উপরে যার পর নাই চটিয়াছেন। আমাকে অতীব ভদ্র ভাষায় গালাগাল করিয়া যখন কোন সমাধান পাইলেন না এবং অতঃপর আমাকে “পারসোনাল” পত্র দিয়া দেখিলেন, বেয়াকুফের মত উহা আমি “ভিন্নমত”-এ পাঠাইয়াছি এবং সম্পাদক উহা অবিকল ছাপিয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহার যথানিয়মে অতীব অভিমান হইল। সেই কারনে “ভিন্নমত” সম্পাদককে তিরস্কার করিয়া তিনি পত্র দিলেন এবং (আমার বিবেচনায়) অকারণে উহার অনুলিপি আমার বরাবরে পাঠাইয়া দিলেন। শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই, উহা আমি এইখানে পাঠাইবো না, যেহেতু ইহার প্রাপক আমি নই। আমাকে কেবল অবগতির জন্য উহা পাঠানো হইয়াছিল। অবগত হইলাম যথানিয়মে।

আমার মত বেয়াকুফ এর লেখা যেই ফোরামে ছাপা হয়, সেইখানে তাঁহার মত মানুষ লেখা পাঠাইবেন কি করিয়া। সুতরাং সম্পাদককে বলিয়া দিলেন তাঁহার মনের কথা।

আমি কেন তাঁহার “পারসোনাল” পত্র তাঁহার অনুমতি ব্যতিত ফোরামে প্রকাশ করিলাম এবং কেন উহা সম্পাদক ছাপাইয়া দিলেন, উহাই ছিল পত্রের মুল কথা। পত্রখানা যখন আমার কাছে আসিয়াছে, তখন আমিই ইহার মালিক বা স্বত্বাধিকারী যাহাই বলি না কেন। ইহাতে প্রেরকের অভিমান করিবার একমাত্র কারণ হইতে পারে ইহার ভাষা, এতদ্বভিন্ন কোন কারণ আমি খুজিয়া পাইলাম না। তদুপরি যেই কারণে তিনি আমাকে দোষারোপ করিয়াছেন, সেই একই বিষয় প্রযোজ্য তাঁহার প্রতি, সম্পাদকের পত্রের অনুলিপি আমাকে পাঠাইবার কারণে। জানি, তিনি আমার সাথে একমত হইতে পারিবেন না, কেননা আমি “উন্নত বিশ্বের” আচার-আচরণের সাথে পরিচিত নই।

হঠাৎ করিয়াই “রুদ্র” সাহেব উপস্থিত হইলেন “ঢাকাইয়া” ভাষা লইয়া। সত্যি বলিতেছি, অনেক দিন পরে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় একটা লেখা পড়িয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। রুদ্র’র ভাষা জ্ঞান অতিশয় উত্তম, ততধিক উত্তম হইত যদি তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকায় না থাকিতেন। গণতন্ত্র-এর অর্থ এই নহে যে, অন্যের বিশ্বাসে আঘাত হানিবেন। যদি আমি ভুল করিয়া না থাকি, আমেরিকা রাষ্ট্রীয়ভাবে “উই ট্রাস্ট অন গড” ব্যবহার করিয়া থাকে। সেইখানে “সৃষ্টিকর্তা”র প্রতি রুদ্র যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে যাহার “সৃষ্টিকর্তা’য় বিশ্বাস করেন তাহাদের মনে দুঃখ লাগিবে, ইহাইতো স্বাভাবিক। আমি বিশেষ কোন ধর্ম বিশ্বাসের কথা বলিতে চাহিনা, আপনাদের আমেরিকার জনতাও “গড” বিশ্বাস করে বরিয়াই জানি। যেহেতু আপনারা “গণতন্ত্র”-এর গর্ভে বসবাস করেন, সেইহেতু আপনারা অন্যের বিশ্বাসে আঘাত হানিবেন না, এই প্রত্যাশাইতো আমরা করিয়া থাকি-ইহাতে কি আমার কোন অপরাধ হইবে?

রুদ্র “দুই বাংলা” এক হইবার স্বপ্ন দেখেন এবং সেই কারণে তিনি আমার দৃষ্টিকোন হইতে “এক নম্বর দেশদ্রোহী” বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অতীব উত্তম-অকপট স্বীকরোক্তির জন্য। আমি আমার আগের লেখায় বলিয়াছিলাম, ডঃ জাফর জানেন না দুই

বাংলার সাধারণ মানুষের মনের কথা। তিনি আমেরিকায় বসিয়া "যুক্তবঙ্গ"এর স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। রুদ্র "ঢাকাইয়া" ভাষায় মনের কথা বলিলেও তিনি আমেরিকান। সংগত কারণেই তিনি কিছুটা জানিলেও ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। আমার কথার বিশ্বাসযোগ্যতা লইয়া আপনাদের সন্দেহ থাকিতে পারে, কেননা আমরা "উন্নত", "মুক্ত" বিশ্বে বসবাস করি না। অনুগ্রহ করিয়া "ভিন্নমত" এর পৃষ্ঠায়

অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতি

শ্রী শ্রী প্রভুপদ নিত্যানন্দ দাশ

লেখাটি পড়িয়া দেখুন। এই পূর্ববঙ্গীয় শাস্ত্রবিদ কি করিয়া "ম্লেচ্ছ"দের হেয় করিতে হয় উহা বেশ ভাল করিয়াই জানেন। ঐ লেখায় "প্রভুপদ" কি বলিতে চাহিয়াছেন সহজেই আপনাদের বোধগম্য হইবে আশাকরি। মুলতঃ দুই বঙ্গ এক হইবার প্রধান অন্তরায় হইতেছে "সংস্কৃত" প্রভাবিত মনুষ্যকূল, যাহারা নিজদিগকে উন্নত এবং অন্যকে ম্লেচ্ছ, অধম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহাকেই সাধারণ ভায়ায় বলা হইয়া থাকে "দাদাগিরি"।

এই যাত্রা ইহার চাইতে অধিক কিছু বলিবার ই"ছা নাই। ডঃ জাফর ও রুদ্রদের "দুই বঙ্গ" লইয়া আমেরিকায় বসিয়া চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে নুতন নুতন "বোধোদয় হইবে" বলিয়া আশা করিতেছি।

নুরুল্লাহ্ মাসুম, দুবাই হইতে
e-mail : nmasum@yahoo.com